পর্দা একটি ইবাদত

সংকলনঃ
দারুল ওত্বান

ভাষান্তরঃ
মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফফান

الحجاب عبادة

(باللغة البنغالية)

পর্দা একটি ইবাদত

إعداد:

القسم العلمي بدار الوطن

ترجمة: محمد عبدالرب عفان

সংকলন:

দারুল ওত্বান

ভাষান্তর:

মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফফান

পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার

পোষ্ট বক্স নং ১৫৪৪৮৮ রিয়াদ নং ১১৭৩৬ ফোন ৪৩৯১৯৪২ ফ্যাক্স ৪৩৯১৮৫১ রিয়াদ, সৌদী আরব।

حساب رقم ٤/٩٣٤٠ فرع رقم ١٩٥ شركة الراجحي المصرفية.

www.QuranerAlo.com

ح مكتب توعية الجاليات بغرب الديرة ، ١٤٢٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القسم العلمي دار الوطن

الحجاب عبادة / القسم العلمي دار الوطن ؛ محمد عبدالرب

عفان ـ الرياض ١٤٢٤هـ

...ص ، ...سم

ردمك: ٤-٧-٩٣٩٧-٩٩٦٠

١ـ الحجاب والسفور أ. عفان محمد عبدالرب (مترجم) ب: العنوان

ديوي ٢١٩,١ ١٤٢٤/٧٤٨

رقم الإيداع : ١٤٢٤/٧٤٨

ردمك : ٤-٧-٩٣٩٧-٩٩٦٠

www.QuranerAlo.com

محتويات الكتاب:

الحجاب عبادة	أدلة الحجاب من الكتاب والسنة
أدلة ستر الوجه من الكتاب والسنة	جهل أم عناد؟
الحجاب والمدنية	نعم للتعليم ... لا للتبرج.
ماذا يريدون.	الرد على من اتهم الدعاة إلى الحجاب
فاعتبروا يا أولي الأبصار.	فتاوى
الحجاب الشرعي	حكم الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها.

الحجاب عبادة (باللغة البنغالية)

পর্দা একটি ইবাদত

إعداد:

القسم العلمي بدار الوطن

ترجمة: محمد عبدالرب عفان

সংকলন:

দারুল ওত্বান

ভাষান্তর:

মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফফান

কম্পিউটার কম্পোজ: মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াসে

পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার

পোষ্ট বক্স নং ১৫৪৪৮৮ রিয়াদ নং ১১৭৩৬ ফোন ৪৩৯১৯৪২ ফ্যাক্স ৪৩৯১৮৫১ রিয়াদ, সৌদী আরব।

حساب رقم ٤/٩٣٤٠ فرع رقم ١٩٥ شركة الراجحي المصرفية.

www.QuranerAlo.com

সূচীপত্র

১	দুটি কথা	৩
২	পর্দা একটি ইবাদত	৭
৩	কুরআন ও হাদীস থেকে পর্দার দলীল সমূহ	৮
৪	কুরআন থেকে পর্দার দলীল	৮
৫	হাদীস থেকে পর্দার দলীল	১০
৬	কুরআন ও হাদীসে চেহারা আবৃত করার দলীল সমূহ।	১১
৭	অজ্ঞতা না এক গুঁয়েমি?	১৩
৮	পর্দা ও সভ্যতা	১৪
৯	শিক্ষার জন্য, নগ্নতা প্রদর্শনের জন্য নয়	১৫
১০	তারা আসলে চায় কি?	১৬
১১	পর্দা বিরুধীদের প্রতিবাদ	১৬
১২	কতিপয় অমুসলিম দেশে নারী নির্যাতনের একটি পরিসংখ্যান	১৭
১৩	অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা গ্রহণ করুন।	১৮
১৪	শরয়ী পর্দা	১৯
১৫	যারা শরয়ী পর্দা অবলম্বন করে এবং চেহারা আবৃত করে তাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপের বিধান।	২০

www.QuranerAlo.com

দুটি কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..

সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা!

নারীদের জন্য পর্দা পালন যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং আল্লাহ কর্তৃক ফরজকৃত, পুস্তিকাটিতে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে যারা পর্দা সম্পর্কে পুরাপুরি বা আংশিক বিরুপ মনোভাব রাখে তাদের জন্য এটি একটি দাঁতভাঙ্গা জবাব। সমাজে পর্দা সম্পর্কিত বিভিন্ন মনোভাবের লোক বিদ্যমান, যার মধ্যে এক শ্রেণী হলো, তাদের অজ্ঞতা বা ভুল বুঝার কারণে তারা ধারণা করে যে নারীদের পর্দা হলো যখন তারা বাড়ী থেকে শহর-নগরের দিকে বের হবে তখন তারা অপরিচিত ব্যক্তিদের থেকে পর্দা করবে, পক্ষান্তরে পরিচিত ও আত্মীয় স্বজন বলতে যা বুঝায় তাদের কারো থেকে পর্দা করার প্রয়োজন নেই এবং তারা এ ধারণাও পোষণ করে থাকে যে, নারীদের চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, খালু শ্বশুর, ভাশুর (স্বামীর বড় ভাই) প্রমূখদের সাথে কি কোন খারাপ ধারণার অবকাশ রয়েছে বা তাদের ক্ষেত্রে কি কোন ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে যে,তাঁদের থেকে পর্দা করতে হবে? এ ছাড়া সমাজে দৃষ্টি গোচর হয়ে নারীদের মধ্যে যারা বয়োজষ্ঠা ও বয়োবৃদ্ধা তারা পর্দা অবলম্বন করেন ও তাদের প্রতিই শুধু গুরুত্ব দেয়া হয়।

সম্মানিত পাঠক!

তবে কি এগুলিই প্রকৃত ইসলামী পর্দা? এবং এটাই কি ইসলামী শরীয়তে পর্দার দাবী?

এর উত্তর অনেকের নিকট স্পষ্ট, সূরা নূরের ৩১নং আয়াতে যে সব পুরুষ থেকে পর্দা অপরিহার্য্য নয় তার বর্ণনা আল্লাহ দিয়েছেন যা পুস্তিকার ৮ ও ৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে। এসব ব্যতীত অন্যান্য সকল আত্মীয় ও অপরিচিত পুরুষদের সাথে পর্দা অপরিহার্য্য। যাদের সাথে চিরতরে

www.QuranerAlo.com

বিবাহ হারাম নয় বরং ক্ষণস্থায়ী হারাম, যেমন ভগ্নিপতি, খালু, ফুপা ও যাদের সাথে বিবাহ বৈধ যেমন চাচাত ভাই মামাত ভাই, খালাত ভাই ফুপাত ভাই, বনের দেবর ও ভাবীর ভাই প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন থেকেও বাড়ীর অভ্যান্তরে ও বাইরে পর্দা অপরিহার্য্য। মোট কথা শরীয়ত যাদের সাথে চির তরে বিবাহ হারাম করেছে তারা ব্যতীত সবার সাথে প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার সকল স্থানে সব সময় পর্দা করতে হবে। বিশেষ করে সাবালিকা হওয়ার পর থেকে বিবাহের উপযুক্ততা থাকা অবধি পর্দার যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। পর্দার বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এ ধরণের চিন্তা করলে চলবেনা যে, অমুকের সাথে তো আর খারাপ ধারণা বা ফিতনার আশঙ্কা করা যায়না অতএব, তার সাথে পর্দা জরুরী নয়, কারণ এই পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল সরাসরি নাবী (ﷺ) এর স্ত্রী-মুসলিমদের জননী ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ সহ সাহাবাদের প্রতি। তবে কি (নাউযুবিল্লাহ) তাদের মধ্যে খারাপি ও ফিতনার আশঙ্কা ছিল? মূলকথা: পর্দা করা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দ্ধারিত ফরজ, তাই তা পালন করা ইবাদত অস্বীকার করা কুফরী বেপর্দা হওয়া হারাম। আর পর্দা পালনে নারী পুরুষ উভয়ে একান্তভাবে আন্তরিক হলেই এ ইবাদত বাস্তবায়ন সম্ভব।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পর্দার গুরুত্ব বুঝার এবং তা পালন করার তাওফীক দিন। তাঁর নিকট আরো প্রার্থনা যে, তিনি যেন পুস্তিকাটির সংকলক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবার জন্য এটিকে পরকালে সাদকা জারিয়া হিসেবে নেকির পাল্লায় গ্রহণ করেন। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফ্‌ফান
তাং মুহাররাম, ১৪২৪ হিজরী।

www.QuranerAlo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:-

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য এবং দরূদ ও সালাম ঐ নাবীর প্রতি বর্ষিত হোক যার পর আর কোন নাবী নেই।

মুসলিম ভগ্নিগণ!

সাম্প্রতিক কতিপয় লোক আপনাদের পর্দার বিরুদ্ধে অবিরাম চক্তান্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং অপপ্রচার করছে যে, পর্দা প্রথা হলো পশ্চাদগামিতা-পশ্চাদমুখীর কারণ ও উন্নয়ণের পথে বড় প্রতিবন্ধক। আমরা বর্তমানে মহাকাশ বিজ্ঞান, শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম, আধিপত্য বিস্তার ও বহু ভ্রান্ত মতবাদ ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির যুগে বসবাস করছি।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতায় আকৃষ্ট হতবুদ্ধির লোকেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্তঃ

তাদের মধ্যে একশ্রেণী এমন যারা পর্দা ফরজ হওয়াকে পুরাপুরী অস্বীকার করে, আর ধারণা পোষণ করে যে, পর্দা হলো ইসলামের প্রাথমিক যুগসমূহের একটি রীতি।

তাদের মধ্যে একদল মুখমণ্ডল আবৃত করার বিরুদ্ধে এবং তারা বেপর্দা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সমর্থক কেননা, তারা মনে করে যে আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতে নারীর মুখমণ্ডলী আবৃত করার কোন প্রমাণ নেই। তা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভ্যাস সমূহের অন্তর্ভুক্ত যা গোঁড়া উগ্রদের অপরিহার্য্যকৃত।

তাদের মধ্যে কেউ এর প্রতি আঘাত হেনে বলে: নিশ্চয় পর্দা প্রথা একটি বন্দিশালা সুতরাং নারীদের উচিৎ এ থেকে মুক্ত হয়ে বর্তমান জয়যাত্রার যুগে ক্ষমতার প্রতিফলন ঘটানো এবং উন্নতির সারিতে পুরুষের সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার পথে অংশগ্রহণ করা।

তাদের এক শ্রেণী নিম্নোক্ত প্রবাদের বাস্তবরূপ:

"নারী আমাকে (অপারগতা) ব্যাধির অপবাদ দেয় এবং পালিয়ে যায়।'

তারা ধারণা করে যে,নিশ্চয় যারা পর্দা প্রথার প্রতি আহবানকারী এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন ও বেপর্দার বিরোধী তারা নারীদেরকে শুধু দৈহিক

www.QuranerAlo.com

দৃষ্টিতে দেখে থাকে, পক্ষান্তরে তারা যদি নারীদেরকে স্বীয় ইখতিয়ারে যা খুশী তা পরিধানের জন্য ছেড়ে দিত তবে অবশ্যই সমাজ এই সংকীর্ণ মনোভাব থেকে মুক্তি পেত।

উল্লেখিত সকল প্রকার লোকই অজ্ঞাত ও ভ্রান্তের পথে আহবানের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের, তারা তা স্বীকার করুক বা না করুক।

এ ব্যাপারটি তো ঠিক তেমনি যেমন আরবী কবি বলেন:-

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.

অর্থাৎ যদি তুমি না জান তা একটি বিপদ;

আর যদি জান তবে তা আরো বড় আপদ।

ঐ সমস্ত লোকের বাস্তবরূপ, দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট গোপন নয়।

আর তাদের বক্তব্য ভ্রান্তই ভ্রান্ত, তার শুরু-শেষ., শেষ-শুরু, আদ্যপ্রান্ত সবই ভ্রান্ত, আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾

অর্থাৎ তবে তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত। (সূরা মুহাম্মাদ:৩০)

আর তাদের এই আহবান হলো মুসলিম রমণীদের এবং মুসলিম উম্মাহ ও জাতি সমাজের প্রতি একটি উম্মুক্ত আগ্রাসন।

এ সত্ত্বেও তারা আমাদের নারীদের বিবেকের উপর প্রভাব বিস্তারে সফলতা অর্জন করে চলেছে। সুতরাং তারা তাদের মধুময় বক্তব্য ও চমকপ্রদ কথায় তাদেরকে ধোকায় পতিত করে ধ্বংস ও বিনাশের পথে নিয়ে যায়। অথচ তারা ধারনা করে যে, ঐ সমস্ত লোকেরাই নারী সমস্যা সমাধান ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন করে যাচ্ছে। এটি তাদের একান্ত অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই না। কেননা ইসলামই নারীদেরকে পুরাপুরি সংরক্ষণ করে এবং তাদের বাল্য, কন্যা, সহধর্মীনি ও দাদী- নানী হিসেবে সার্বিক জীবনে তাদের অবস্থান বলুন্দ করেছে।

আর তাদের ব্যাপার তো ঠিক সেরূপ যেমন কবি বলেন:

www.QuranerAlo.com

لكل ساقطة في الحي لاقطة

وكل كاسدة يوماً لها سوق

অর্থাৎ মহল্লার প্রত্যেক বর্জিত বস্তুর কেউ টোকাই রয়েছে,

প্রত্যেক চাহিদাহীন বস্তুও একদিন মার্কেট পেয়ে বসে।

(তাই এ ধরনের লোকজনের শ্লোগান ভ্রান্ত হলেও বর্জিত ও চাহিদাহীন বস্তুর মত এক সময় মার্কেট পেয়ে যায়)

ঐ সমস্ত লোকের জবাব আশা করি যথেষ্ট হয়েছে। তাদের সংশয় খণ্ডিত হয়েছে, তাদের বক্তব্য মিথ্যাপ্রতিপন্ন হয়েছে, তাদের কথার গোপনীয়তা ফাঁশ হয়েছে, তাদের গবেষণা জাল প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, আশা করা যায় যে, তারা সৎপথে ফিরে আসবে এবং ভ্রান্ততা বর্জন করবে।!!!!

পর্দা একটি ইবাদত

পর্দা শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও গুরুত্বপূর্ণ ফরজ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে সৌন্দর্য প্রদর্শনকে নিষেধ করে পর্দার আদেশ দেন, তেমনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদীসে বেপর্দার নিষেধাজ্ঞা জারি করে পর্দার আদেশ জারি করেন।

পর্দা ফরজের ব্যাপারে পূর্বের ও বর্তমানের আলেমগণ একমত। তাদের মধ্যে কেউ এর বিপক্ষে যাননি। সুতরাং পর্দা ইবাদতকে কোন এক যুগের সাথে নির্দ্ধারিত করতে হলে অবশ্যই তার জন্য দলীল- প্রমাণ প্রয়োজন কিন্তু এর দাবিদারদের নিকট এর কোনই দলীল নেই। অতএব আমরা বলব, বার বার বলব: পর্দা কোন অভিনব বিষয় নয়।

কুরআন ও হাদীসে যদি পর্দার কোন নির্দেশ ও এর আদর্শ ও সৌন্দর্য- বৈশিষ্টের ব্যাপারে কোন শরীয়তের দলীল নাও থাকত তবুও পর্দা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মূর্ত প্রতীক হিসেবে নারী তা পালন ও সংরক্ষনের জন্য প্রশংসার দাবীদার হতো। যেহেতু পর্দার বিধান কুরআন, হাদীস ও ইজমার দ্বারা সুসাব্যস্ত তাই এর গুরুত্ব ও অপরিসীম।!!!!

www.QuranerAlo.com

কুরআন ও হাদীস থেকে পর্দার দলীল

নিম্নে বর্ণিত দীলল সমূহ পর্দা ফরজের উজ্জল প্রমাণ এবং যারা মনে করে যে, পর্দা একটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভ্যাস বা ইসলামের প্রাথমিক যুগের জন্যই মানানসই ছিল, তাদের জন্য দাঁত ভাঙ্গা জবাব।

প্রথমতঃ কুরআন থেকে দলীলঃ-

প্রথম দলীলঃ আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ-

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

(হে নাবী!) ঈমানদার নারীদেরকে বল: তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, তারা যেন যা সাধারণত; প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের শোভা প্রদর্শন না করে, তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা (ও দাদা-নানা), শশুর (ও দাদা শশুর-নানা শশুর), পুত্র (ও নাতি), স্বামীর পুত্র (ও নাতি), ভাই (সহোদর ও সৎভাই), ভাতিজা, ভাগ্নে, আপন (মুসলিম) নারীগণ, তাদের মালিকানাধিন দাস-

দাসী, এমন অধিনস্থ পুরুষ যাদের মধ্যে পৌরুষত্ব বিলুপ্ত এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের শোভা প্রকাশ না করে। তারা যেন সজোরে পদক্ষেপ না নেয় যাতে তাদের গোপন শোভা প্রকাশ পায়। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা নূর:৩১)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহ আনহা) বলেন: আল্লাহ প্রথম পর্যায়ে হিজরতকারী মহিলাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন: যখন আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেনঃ

﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾

(তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে) সাথে সাথে তারা স্বীয় চাদর সমূহ চিরে টুকরা করে তা দ্বারা আবৃত করেন। (বুখারী)

দ্বিতীয় দলীল: আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"আর এমন বৃদ্ধ নারীগণ যারা বিবাহের আশা রাখে না তাদের জন্য দোষ নেই যদি তারা তাদের শোভা প্রদর্শন না করে তাদের (বাহ্যিক অতিরিক্ত চাদর উড়না) বস্ত্র খুলে রাখে, তবে সংযমী হয়ে বিরত থাকলে তা তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।" (সূরা নূর: ৬৫)

তৃতীয় দলীল: আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

www.QuranerAlo.com

"হে নাবী তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের উড়না বা চাদরের কিছু অংশ নিজেদের (চেহারা ও বুকের) উপর টেনে দেয়, এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আহযাব: ৫৯)

চতুর্থ দলীল: আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

"আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে প্রাচীন জাহিলী যুগের মত তোমরা সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াবেনা।" (সূরা আহযাব:৩৩)

পঞ্চম দলীল: আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

﴿ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

আর যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাবে পর্দার অন্তরাল থেকে চাবে, এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। (সূরা আহযাব:৫৩)।!!!!

দ্বিতীয়ত: হাদীস থেকে পর্দার দলীল:-

প্রথম দলীল:- সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! (ﷺ) আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করুন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: এরপর আল্লাহ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন। বুখারী ও মুসলিমে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: হে আল্লাহর রাসূল যদি আপনি মুমিনদের জননীদেরকে পর্দার আদেশ দিতেন; এর পর আল্লাহ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

দ্বিতীয় দলীল:- ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করে বলেন:

নারীরা হলো গোপনীয় বস্তু। (তিরমিজী, এবং আলাবনী সহীহ বলেছেন)

তৃতীয় দলীল:- ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি অহংকার বশত: স্বীয় কাপড় হেচড়ালো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। অতপর উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:- তবে মহিলারা তাদের নিম্নাংশের ঝালরের (আঁচলের) ব্যাপারে কি করবে? তিনি বলেন: এক বিঘত (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দিবে, উম্মু সালামা বলেন: তবে এতে তাদের পা বেরিয়ে থাকবে, তিনি বলেন: তবে তা (গোছার নিচে) এক হাত ঝুলিয়ে দিবে এর বেশী করবেনা। (আবু দাউদ, ও তিরমিজী এবং তিনি বলেন: হাদীসটি হাসান- সহীহ)।!!!!

কুরআন ও হাদীসে চেহারা আবৃত করার দলীল সমূহ।

প্রথমত: আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾

"তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (ওড়না বা চাদর) দ্বারা আবৃত করে।" (সূরা নূর:৩১)

আল্লামাহ ইবনে উসাইমীন(রাহেমাহুল্লাহ) বলেন: (আয়াতে বর্ণিত) খিমার হলো: যার দ্বারা মহিলা ঘোমটা দিয়ে স্বীয় মাথা আবৃত করে থাকে।

সুতরাং মহিলা যেহেতু চাদর বা ওড়না দ্বারা তার বক্ষদেশ আবৃত করার জন্য আদিষ্ট অতএব সে তার চেহারা আবৃত করার জন্যও আদিষ্ট।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর বাণী:-

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ﴾

www.QuranerAlo.com

"হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রী, কন্যাগণকে ও মমিনদের নারীগণকে বল: তারা যেন তাদের ওড়না বা চাদরের কিছু অংশ নিজেদের (চেহারা ও বুকের) উপর টেনে দেয়।" (সূরা আহযাব:৫৯)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: আল্লাহ মমিন মহিলাদেরকে আদেশ করেন যে, যখন তারা স্বীয় গৃহ থেকে কোন প্রয়োজনে বের হবে তারা যেন চাদর বা ওড়না মাথার উপর দিয়ে (ঝুলিয়ে) তাদের চেহারা আবৃত করে।

শায়খ ইবনে উসাইমীন (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন: সাহাবীর তাফসীর দলীল হিসেবে গণ্য, বরং কতিপয় আলেম বলেন, তা নাবী পর্যন্ত উন্নীত (মারফু)।

তৃতীয়ত: ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ইহরামরত মহিলা নিকাব (মুখাচ্ছাদন) ও হাত মোজা পরবেনা। (বুখারী)

কাজী আবূ বকর বিন আল আরাবী বলেন: ইবনে উমার এর হাদীসে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী: ইহরামরত মহিলা নেকাব পরবেনা, আর তা এটাই বুঝায় যে, হজ্জ ব্যতীত অন্য সময় চেহারা আবৃত করা ফরজ। সুতরাং সে ইহরাম অবস্থায় চেহারার সাথে লাগিয়ে না রেখে তার উপর চাদর বা ওড়নার এক অংশ ঝুলিয়ে দিবে এবং সে পুরুষ থেকে বিমূখ থাকবে পুরুষরাও তার থেকে বিমূখ থাকবে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন: সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে নেকাব ও হাত মোজা ইহরামমুক্ত মহিলাদের নিকট সুপরিচিত বিষয় এবং তার দাবীই হলো মহিলাদের চেহারা ও হাত আবৃত করা।

চতুর্থত: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী: "নারী হলো গোপনীয় বস্তু" এটি চেহারা আবৃত করার বিধিবদ্ধতার একটি দলীল।

শায়খ হামূদ আততুয়াইজিরী বলেন: এই হাদীসটি নারীর সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ পর পুরুষের জন্য গোপনীয় বস্তু হওয়ার নির্ভরযোগ্য দলীল। চাই তা তার চেহারা হোক বা অন্য কোন অঙ্গ হোক ।!!!

www.QuranerAlo.com

অজ্ঞতা না এক গুঁয়েমি?

ওহে যারা ধারণা করেন যে, বর্তমান যুগে মুসলিম নারীদের পর্দা প্রথা উপযোগী নয়, তারা শ্রবণ করুন!

ওহে যারা দাবী করেন যে, চেহারা আবৃত করা হলো উসমানী যুগের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত।

ওহে যারা নারীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বের করে সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে অবাধ মিশ্রন ঘটাতে চান।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ আপনার সামনে। অতএব, সেগুলি পড়ুন। উল্লেখিত হাদীস সমূহ আপনার সামনে। সেগুলি গবেষনা করুন। আর যে সমস্ত পূর্ব-পর ইসলামী মনিষীদের মতামত অতিবাহিত হলো তা পর্দা ও চেহারা আবৃত করারই প্রমাণ বহন করে, সেগুলিও বুঝুন। সুতরাং আপনারা যদি ইতিপূর্বে এ সমস্ত আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে অবহিত না হয়ে থাকেন, তবে এখন এসব আপনাদের সম্মুখে। আপনারা ভ্রান্তিতে অব্যাহত না থেকে মহা সত্যের দিকে ফিরে আসুন আমরা সে অপেক্ষায় রয়েছি। কেননা সত্যের পথে প্রত্যাবর্তন হলো শ্রেষ্ঠত্য ও মর্যাদা এবং ভ্রান্তি ও বাতিলে অব্যাহত থাকা হলো নিকৃষ্ট ও জঘন্ন।

পক্ষান্তরে আপনারা যদি মহান আল্লাহর বানী:-

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾

(তারা অন্যায় ও উদ্বত ভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করলো যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল।) (সূরা নামল:১৪)এর মধ্যে যে শ্রেণীর গুন বর্ণনা করেছেন, তার অন্তর্ভুক্ত হন তবে অবশ্যই আপনারা কখনও সত্য গ্রহণ করতে পারবেন না। অবশ্যই সঠিক মতে পৌঁছতে পারবেন না যদিও আপনাদের নিকট উপস্থাপন করি হাজারো আয়াত ও হাদীস। কেননা ইসলামে যে সার্বিক জীবনের আদর্শ রয়েছে এবং কুরআন যে সর্বকালের ও সর্বস্থানের জন্য আদর্শ তা আপনারা প্রকৃত ভাবে বিশ্বাস করেননা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

www.QuranerAlo.com

তবে কি তারা জাহিলিয়াত-বর্বরতার মিমাংসা কামনা করে ? আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মিমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম হবে? (সূরা মায়িদা"৫০) ।!!

পর্দা ও সভ্যতা

সভ্যতার দাবীদারগণ পর্দা প্রথাকে অবনতির কারণ ও মহিলাদের উদ্ভাবন ও উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করে এবং পর্দা তাদের মতে এমন মারাত্মক প্রতিবন্ধক যা মহিলাদের জন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বড় বাধা এবং তা উন্নয়নশীল দেশগুলি সভ্যতার যে অগ্রগতিতে পৌঁছেছে সে অগ্রগতিরও বড় বাধা।

ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে আমরা বলব:

আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও প্রযুক্তির সাথে পর্দার কি সম্পর্ক রয়েছে?

তবে কি উন্নয়ন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য নারীদেরকে স্বীয় পোষাক বর্জন করে পুরুষদের সামনে উলঙ্গ হওয়া শর্ত?

তবে কি উন্নয়ন ও সভ্যতা- সংস্কৃতির জন্য নারীদেরকে পুরুষদের সাথে তার পাশবিক সম্ভোগ ও পশুত্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করার জন্য অংশ গ্রহণ শর্ত?

আধুনিকতা ও সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য কি শর্ত যে, নারীর শুধু বাহ্যিক ভাবে দেহ থাকবে, থাকবে না তার আত্মিক সম্ভ্রম, আর না থাকবে তার আত্মমর্যাদা?

পর্দা কি আমাদের গাড়ী, উড়ো জাহাজ, ট্যাংক এবং সব ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের অপারগতার কারণ?

ইতিপূর্বেই অধিকাংশ আরব ইসলামী দেশগুলির মহিলারা পর্দা বর্জন করে নগ্নতা গ্রহণ করেছে, পর্দাকে পৃষ্ট প্রদর্শন করত: পদদলিত করে পুরুষদের সাথে কর্মের জন্য বেরিয়ে পড়েছে এবং তাদের সাথে অধিকাংশ কর্ম ক্ষেত্রে তারা জড়িয়ে গেছে।

সুতরাং এ সমস্ত দেশের নারীদের পর্দা থেকে নগ্নতা গ্রহণের ফলে কি তারা উন্নতি করে ফেলেছে?

তারা কি নারী- পুরুষের সংমিশ্রনের কারণে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নতির

www.QuranerAlo.com

উচ্চ শক্তি ও উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে? উন্নয়ণশীল দেশসমূহ যে শক্তি ও উন্নতিতে পৌঁছেছে তারা কি সে অবস্থানে পৌছতে পেরেছে? যাদের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটোর অধিকার রয়েছে, সেই বৃহৎ পরাশক্তিধর দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত কি তারা হতে পেরেছে?

তারা কি অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, সামাজিক ও চারিত্রিক সমস্যাবলী থেকে মুক্তি পেয়েছে?

সবগুলির উত্তর স্পষ্ট, ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সুতরাং হে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আহবানকারীগণ! আপনারা বেপর্দা, নগ্নতা ও সহাবস্থানের দিকে আহবান করেন কেন?!!!!

শিক্ষার জন্য, নগ্নতা প্রদর্শনের জন্য নয়

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর শত প্রশংসা , সাউদী আরবে মহিলারা আজ শিক্ষা-দিক্ষার সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে, অর্জন করে চলেছে সর্বোচ্চ ডিগ্রি। নারীরা তাদের উপযোগী বহু ক্ষেত্রে কর্মে নিয়োজিত। যেমন সেখানে তারা ডাক্তার, শিক্ষিকা, পরিচালিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষক। আর প্রত্যেকে তারা জাতির উন্নতি ও জাতির নব প্রজন্ম গঠনের লক্ষে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

তাদের পর্দা, লজ্জা ও সংযমশীলতা তো সেগুলি থেকে তাদেরকে বিরত রাখেনা?

এদেশের মুসলিম মহিলারা প্রমাণ করেছে যে, তারা অন্যান্য দেশের মহিলাদের মত নিজেদের প্রদর্শন, উপস্থাপন, বেপর্দা, পর পুরুষদের সাথে সংমিশ্রন ও নিজেদেরকে বিলিয়ে না দিয়ে নিজেদের সমাজ ও জাতির সেবা করা যায়।

এই বাস্তবতার প্রতিফলনের মাধ্যমে মহিলারা এ দেশে সমাধিকার, অবাধ মেলামেশা ও অবাধ সৌন্দর্য প্রদর্শনের দাবীদারদের দাবীর ভ্রান্ততা প্রমাণ করে, যেমন উক্ত দাবীদারদের দাবী হলো:

"আমাদের দেশের নারী সমাজ একটি আবদ্ধ শক্তি, এদের পর্দা উম্মোচন এবং তাদেরকে পুরুষদের কর্মস্থলে অবাধ বিচরণের সুযোগ না দেয়া পর্যন্ত এদের দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়।"

www.QuranerAlo.com

এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর মহাসত্য বাণী:

﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا ﴾

তাদের মুখনিসৃত কথা নিকৃষ্ট কথা, তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে। (সূরা কাহফ:৫)!!!!!

তারা আসলে চায় কি?

তারা প্রকৃত পক্ষে এর মাধ্যমে সভ্যতা-সংস্কৃতি, উন্নতি ও অগ্রগতি চায়না। তারা চায় মহিলারা যেন তাদের সহচার্যে বা নিকটে হোক, চায় তারা যেন তাদের কুপ্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্য উন্মুক্ত ভোগের বস্তুতে পরিণত হোক। চায় পৈশাচিক যৌনাচারের লক্ষে উন্মুক্ত সামগ্রী হিসেবে পেতে, যখন ইচ্ছা তখন তাদের সাথে খেল-তামাশায় লিপ্ত থাকতে। তাদের দ্বারা অপকর্মের ব্যবসা চালাতে --- চায় তারা এমন মহিলা যার থাকবেনা কোন লজ্জা, থাকবেনা কোন নিস্কলুষতাবোধ, যারা হবে পশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বাস্তব রূপকার, তারা হবে নৃত্য-নাচে সার্বিক পারদর্শী, অভিনয় ও নাচে গানে পারদর্শী এবং চায় যে তারা হবে চিন্তা-চেতনা, আদর্শ-বিশ্বাস, চরিত্র ও মর্যাদাবোধে স্বাধীন।

পর্দা বিরুধীদের প্রতিবাদ

হ্যাঁ, পর্দার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ও বিরুধীদের সম্পর্কে বর্ণনা করুন, এতে কোন দোষ নেই .. .. তারা অবশ্য মিথ্যারোপ করে, আর তারাও অবগত যে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী ..। তারা বলে: নিশ্চয় এই মর্যাদার (পর্দার) দিকে আহবান কারীগণ নারীদেরকে শুধু দৈহিক দৃষ্টিকোনে প্রত্যক্ষ করে থাকে, পক্ষান্তরে নারীদেরকে যদি স্বাধীনতা দেয়া যায়, অর্থাৎ তারা যা খুশী তা পরিধান করবে, তবে দেখা যাবে তাদের প্রতি আর উক্ত দৃষ্টিবোধ থাকবেনা এবং অচিরেই নারী-পুরুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পারস্পারিক মর্যাদাবোধের ভিত্তি গড়ে উঠবে।

বাস্তবে বিনাতর্কেই এটি একটি মিথ্যা দাবী ও ভ্রান্ত কথা।

www.QuranerAlo.com

কেননা এর মিথ্যা ও ভ্রান্ততার পিছনে প্রমাণ হলো বর্তমানে যে সমাজের মহিলারা যা খুশী তা পরিধান করে এবং যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে চলাফেরা করার ফলে যা কিছু ঘটে চলেছে ... ... এর ফলে এ সমস্ত সমাজের যৌনকামনা- বাসনা কি হ্রাস পেয়েছে?

নারী-পুরুষের পারস্পরিক ব্যবহার এ সমাজে ক্রমান্বয়ে কি মর্যাদার ভিত্তিতে হয়ে চলেছে?

এ ক্ষেত্রে নিম্নের পরিসংখ্যানের প্রতি লক্ষ করা অপরিহার্য্য।

কতিপয় অমুসলিম দেশে নারী নির্যাতনের একটি পরিসংখ্যান

১। এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রে (১৯০০০০০০) এক কোটি নব্বই লক্ষ মহিলা ধর্ষণের শিকার। (সূত্রঃ "আজ আমেরিকা বাস্তবতাকে স্বীকার করেছে" নামক গ্রন্থ)

২। ইতালীর মানসিক চিকিৎসা ফেডারেশন এক জরিপ প্রকাশ করে তাতে স্বীকার করেছে যে, ৭০% ইতালিয়ান পুরুষ স্বীয় স্ত্রীদের অধিকার খর্ব করে চলেছে। (মুসলিমের ধ্যান-ধারণা)

৩। আমেরিকায় প্রতি বছর ১ মিলিয়ন (দশলক্ষ) অবৈধ সন্তান ভুমিষ্ট হয় এবং ১ মিলিয়ন অকালে গর্ভপাত করানো হয়। (মান দণ্ডে নারীর কর্মকাণ্ড)

৪। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জনমত জরিপে প্রকাশ, ৭০% নগর সেবিকা যৌন নির্যাতনের স্বীকার হয়, এবং তাদের মধ্যে ৫৬% ভয়াবহ দৈহিক নির্যাতনের স্বীকার । (পতনের পর নারীর কি অবস্থা।)

৫। শুধুমাত্র জার্মানিতে বছরে ৩৫০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) নারী ধর্ষনের স্বীকার হয়। আর এ সংখ্যা হলো শুধু পুলিশের নিকট যা রেজিষ্ট্রিকৃত । পক্ষান্তরে ধর্ষনের যে সব ঘটনা রেজিষ্ট্রি হয়না তার সংখ্যা ফৌজদারী পুলিশের মতে উক্ত সংখ্যার পাঁচগুন হবে। (হাওয়ার প্রতি একটি পত্র)

উক্ত জরিপও উক্ত পরিসংখ্যান কি ঐ লোকদের শ্লোগান ও দাবীর ভ্রান্ততা প্রমাণ করে না?

না কি উক্ত জরিপও পরিসংখ্যান নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি তারা যা কামনা করে সে ধরণের মর্যাদাবোধের একটি অংশ?!!!!

www.QuranerAlo.com

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা গ্রহণ করুন

হে মুসলিম রমণী!

পর্দা নারীর উজ্জত-সম্মান ও লজ্জা সম্ভ্রম সংরক্ষণের সব চেয়ে বড় মাধ্যম। পর্দা নারীকে অশ্লীল, কদার্য ও কুদৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যারা বেপর্দা ও নগ্ন স্বাধীনতার তিক্ততার আস্বাদ গ্রহণ করেছে এবং যারা অশ্লীলতা ও অবাদ মেলামেশার আগুনে দগ্ধ হয়েছে তারা এর স্বীকৃতি দেয়।

ইসলামের শত্রুরাও কতইনা সত্য সাক্ষ্য দেয়।

"হীলসীয়ান স্তাসমারী" নামক আমেরিকার একজন মহিলা সাংবাদিক আরব দেশ সমূহের কোন এক রাজধানীতে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করে স্বীয় দেশে ফিরে গিয়ে বলেন: "নিশ্চয় আরব সমাজ একটি পুর্ণাঙ্গ ও নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থা। এই উপযুক্ত সমাজের রীতি-নীতি একান্ত ভাবে গ্রহণ করা উচিত, কেননা এই যুক্তিসংগত প্রথা যুবক-যুবতীদেরকে সুষ্টভাবে পরিচালিত করে।

এই সমাজ ইউরোপীয় ও আমেরীকার সমাজ ব্যবস্থা থেকে ভিন্নতর। তোমাদের নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যে চরিত্র রয়েছে তা নারীর সীমাবদ্ধতাকে বাধ্যতামূলক করে, পিতা-মাতার সম্মান করা ও এ ধরনের বহু বিষয়কে আবশ্যক করে এবং পাশ্চাত্যের সেই স্বেচ্ছাচারিতাকে বর্জন করে যা বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজ ও পরিবারকে বিনাশ করে ফেলেছে।

সুতরাং অবাধ মেলামেশা থেকে বিরত থাকুন, নারী স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করুন, ফিরে আসুন পর্দার যুগে কেননা আমেরিকা ও ইউরোপিয় স্বেচ্ছাচারিতা, অশ্লীলতা ও অবাধ্যতার চেয়ে তা কল্যাণকর।" ("নারী ও শত্রু চক্রান্ত" নামক প্রবন্ধ থেকে গৃহিত।)

অতএব, হে মুসলিম রমণীবৃন্দ!

লক্ষ্য করুন! ইনি একজন আমেরিকান মহিলা তিনি তার সমাজের পরিবারসমূহে চারিত্রিক অবক্ষয় লক্ষ্য করে পর্দার প্রতি আহবান করেছেন। একজন আমেরিকান মহিলা আমাদেরকে আমাদের ইসলামী সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আদর্শ গ্রহণ করার অসীয়ত করেছেন।

www.QuranerAlo.com

একজন আমেরিকী নারী আমাদেরকে অবাধ মেলামেশা ও স্বেচ্ছাচারিতার ভয়াবহ পরিণাম থেকে সতর্ক করছেন যা আমেরিকা ও ইউরোপের সামাজিক অবস্থাকে ভেঙ্গে চুরে খানখান করেছে।

পরিশেষে হে মুসলিম রমণী! শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি আপনার পর্দায় তৃপ্ত হয়ে চক্ষুশীতল করুন এবং জেনে রাখুন ভবিষ্যৎ শান্তি তো এ জীবন বিধানের জন্যই আর শেষ পরিণাম তো ধর্মভীরুদের জন্যই যদিও তা অপছন্দকারীগণ অপছন্দ করে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

অনুবাদকের পরিশিষ্ট
শরয়ী পর্দা

প্রশ্নঃ শরয়ী পর্দা কি?

উত্তরঃ পর্দা হলো মহিলাদের যা প্রকাশ করা হারাম তা আবৃত করা অর্থাৎ যা তাদের জন্য ঢাঁকা অপরিহার্য্য ও উত্তম তা আবৃত করা । সে গুলির মধ্যে প্রধান হলো চেহারা-মুখমণ্ডল আবৃত করা কেননা চেহারাই হলো ফিতনার ও আকাঙ্খার মূল স্থান। সুতরাং যে সমস্ত পুরুষ মহিলাদের জন্য মাহরাম (চিরস্থায়ী ভাবে হারামকৃত) নয় তাদের থেকে চেহারা আবৃত করা অপরিহার্য্য। পক্ষান্তরে অনেকে ধারণা করে যে, প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের শরয়ী পর্দা হলো: মাথা, ঘাড়, সিনা, পা, গোছা ও হাত আবৃত করা কিন্তু চেহারা ও হাতের পাঞ্জা খোলা রাখা বৈধ। এটি অতি আশ্চর্য কথা, কেননা সর্বজনবিদীত যে, আকাঙ্খা-কামনা ও ফিতনার অঙ্গই হলো চেহারা ।

অতএব, কিভাবে তা বলা সম্ভব যে শরীয়ত মহিলাদের পা বের করতে নিষেধ করে আর তাদেরকে চেহারা প্রদর্শনের বৈধতা দেয়? এই পূত-পবিত্র পরিপূর্ণ মহান শরীয়তে স্ববিরোধী নীতি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। আর প্রত্যেক ব্যক্তি অবগত রয়েছে যে, পা খোলা রাখার চেয়ে চেহারা খোলার মধ্যে রয়েছে ফিতনা অনেক গুনে বেশী। প্রত্যেক ব্যক্তি

www.QuranerAlo.com

এটাও অবগত রয়েছে যে, নিশ্চয় মহিলাদের ক্ষেত্রে পুরুষদের আকাঙ্খা ও আগ্রহের অংগই হলো চেহারা। আর এজন্যই যদি বিবাহের প্রস্তাবদানকারীকে বলা হয় যে, তুমি যে মহিলাকে প্রস্তাব দিয়েছ সে কুৎসিত চেহারার কিন্তু তার পা খুব সুন্দর, তবে সে তার প্রস্তাবে আর অগ্রসর হবেনা। তবে যদি তাকে বলা হয় সে অত্যন্ত সুন্দর চেহারার কিন্তু তার দু হাত বা দুই পাঞ্জা বা দুই পা বা দুই গোছা সুন্দর নয়, তবুও সে তার দিকে অগ্রসর হবে।

সুতরাং এ থেকে বুঝা গেল যে, যা কিছু পর্দা করা অপরিহার্য্য তার মধ্যে চেহারাই হলো অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। এ ছাড়াও এ ক্ষেত্রে কুরআন ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ, সাহাবীদের বাণী, ইমামগণ ও আলেমদের বাণী থেকে বহু দলীল রয়েছে যা প্রমাণ করে যে মহিলাদের যারা 'মাহরাম' (যাদের সাথে বিবাহ চির তরে হারাম নয়) নয় তাদের থেকে পর্দা করা অপরিহার্য্য..।

"শাইখ ইবনে উসাইমীন"

যারা শরয়ী পর্দা অবলম্বন করে এবং চেহারা আবৃত করে তাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপের বিধান।

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি শরয়ী পর্দা অবলম্বনকারী এবং চেহারা ও হাতের পাঞ্জা আবৃতকারী মহিলাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তার বিধান কি?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিম নারী বা পুরুষকে ইসলামী শরীয়ত আঁকড়ে ধরার কারণে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে সে কাফের। চাই তা শরয়ী পর্দা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে হোক বা অন্য কোন ক্ষেত্রে। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন তাবুক যুদ্ধে এক মজলিশে এক ব্যক্তি বলেঃ আমাদের এ সমস্ত কারীদের মত পেটুক, অধিক মিথ্যবাদী ও যুদ্ধে অধিক ভিরু দেখিনি, অত:পর এক ব্যক্তি বলেঃ তুমি মিথ্যা বলেছ বরং তুমি একজন মুনাফেক, আমি অবশ্যই রাসুলুল্লা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) কে খবর দিব, অত:পর সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে খবর দেয়, তারপর কুরআন অবতীর্ন হয়। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বলেন: আমি তাকে পাথরে ভর করে রাসূলুল্লাহর উটের বেল্টের সাথে ঝুলা অবস্থায় বলতে দেখি: হে আল্লাহর রাসূল আমরা শুধু খেল-তামশায় ও ঠাট্টা-বিদ্রুপে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আল্লাহর বাণী) পড়েন:

﴿ قُلْ أَبِاللّه وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾

অর্থাৎ তুমি বলে দাও তবে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রাসূলের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিলে? তোমরা আর ওজর পেশ করোনা তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছো যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দেই কতককে আবার শাস্তি দিবই কারণ তারা অপরাধী।(সূরা তাওবা:৬৫-৬৬) সুতরাং তার মুমিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপকে আল্লাহ ও তার আয়াত সমূহ ও রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ধরা হয়েছে। আল্লাহই তাওফীক দাতা। (ফাতাওয়া স্থায়ী কমিটি, সাউদী আরব)।

!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!
!!!!!!
!!!!
!!!
!

www.QuranerAlo.com

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في غرب الديرة
تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ص . ب : ١٥٤٤٨٨ الرياض : ١١٧٣٦
هاتف : ٤٣٩١٩٤٢ الفاكس : ٤٣٩١٨٥١